খানকা হযরত শায়খ ড. মুশতাক আহমদ

ওয়াসা রোড, ছোট পাইটি চৌরাস্তা, ডেমরা, ঢাকা

মোবাইলঃ 01715437445

==========

প্রিয় দোস্ত আহবাব

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমাদেরকে শরীঅত ও সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে আমলের সাথে জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমাদের মনগুলিকে তাঁর দিকে ঝুকিয়ে রাখার শক্তি দান করুন। নিম্মে 'রোগব্যাধি বালা-মসীবত ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়' শিরোনামে কিছু কথা লেখা আছে। দয়া করে সকলে পড়বেন, সকলে আমল করবেন। অন্যদেরকেও আমলের জন্য উৎসাহিত করবেন। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে কবুল করুন। আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমাদের মওতকে ঈমান ও আমলবিশিষ্ট মওত বানিয়ে দিন। আমীন।

রোগব্যাধি বালা-মসীবত ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায়

০১. মহান আল্লাহর অতিবড় নিয়ামতের অন্যতম নিয়ামত হল মানুষের সুস্থতা। সুস্থ থাকলেই কোন মানুষ মনের স্থিরতা প্রশান্তি ও আবেগ নিয়ে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর ইবাদত বন্দেগী করে। সে নিজ জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর হুকুম মত তাঁর হাবীবের তরীকা মত বুঝে বুঝে সম্পাদন করতে পারে। নবী আ. দুআ কবূলের খাস সময়গুলিতে নিজ সুস্থতার জন্য আল্লাহ পাকের সমীপে খুব দুআ করতেন। উম্মতকেও এই সুস্থতার জন্য দুআ করার তালীম দেন। অতএব আমরা সবাই দুআ করার এই সুন্নাতের উপর নিয়মিত আমল করবো ইনশাআল্লাহ।

০২. রোগব্যাধি আল্লাহ পাকের হুকুমেই ঘটে আবার আল্লাহই বান্দাকে রোগব্যাধি থেকে শেফা দেন। জান্নাতে কোন রোগব্যাধি নেই, জান্নাতে কোন বালা-মসীবতও নেই। দুনিয়ায় আল্লাহ পাক যেমন রোগব্যাধি রেখেছেন তদ্রুপ প্রত্যেক রোগের শেফাও নাযিল করেছেন। বান্দাকে বলা হয়েছে তোমরা 'শেফা' তালাশ করে লও। নিরাপত্তা ও শেফার জন্য আমার কাছে দুআ চাইতে থাকো। আমি তোমাদেরকে মুক্তি দান করবো। তাই শেফার জন্য দুআ করা ও ঔষধ সেবন করা নবী আ. এর সুন্নাত হিসাবে গৃহীত।

০৩. রোগব্যাধির দরুন নিঃসন্দেহে বান্দার অনেক কষ্ট হয়। তাকে অনেক যাতনা ভোগ করতে হয়। বান্দার এই কষ্ট ও যাতনার কারণে আল্লাহ তার সগীরা কবীরা অনেক গুনাহ মাফ করে দেন। তাকে সহনীয় ছোট ছোট কষ্টের মুখোমুখি করে দিয়ে অনিবার্য ও বড় বড় অনেক কষ্ট থেকে কৌশলে বাঁচিয়ে দেন। রোগজনিত কষ্টের উপর সবরের দরুন তাকে রুহানিয়্যতের অনেক উচ্চ মাকাম দান করেন। তাকে নিজ তাকাররুব ও নৈকট্য দিয়ে ধন্য করেন। আল্লাহর হাবীব বলেন, কিয়ামতের দিন নেকআমল ও বদআমলের হিসাব-কিতাব শুরু হওয়ার আগে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষনা করবে -দুনিয়ায় রোগব্যাধি ও বালা মসীবতের উপর সবরকারীরা কোথায়? তোমরা জমায়েত হও এবং তোমাদের নেকীবদীর হিসাব শুরু হওয়ার আগেই তোমরা আল্লাহ পাকের খাযানা থেকে নিজ নিজ সবরের সওয়াব ও প্রতিদান নিয়ে যাও। তখন আল্লাহ প্রত্যেক সবরকারীকে প্রতিদান এত পরিমানে (বিগায়রি হিসাব) দিতে থাকবেন; যা দেখে প্রতিটি মানুষ মনে মনে ভাবতে থাকবে যে, উহ্! দুনিয়ায় আমার যদি আরো বেশী বিপদাপদে থাকার সৌভাগ্য জুটতো তাহলে আজ হিসাবের এই পূর্বক্ষনে আমার যে কত বিশাল কল্যাণ হয়ে যেতো সুবহানাল্লাহ।

০৪. হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, সবরের সাথে থাকতে পারলে একদিনের রোগভোগের দ্বারা এক বছরের গুনাহ মাফ হয়। আর ক্রমাগত তিনদিন রোগভোগের দ্বারা সারা জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রোগব্যাধি ও বিপদাপদের চলমান সময়টা সবর ও আল্লাহ পাকের প্রতি রুজু ও মনোযোগিতার সাথে কাটাতে সক্ষম হলে এই পূর্ণ সময়টি আমলনামায় 'আল্লাহর জন্য ইতিকাফে বসে থাকা'র মত গন্য করা হয়। বহু মানুষ

এই রোগযাতনা ভোগের পর আল্লাহর কাছে মাছূম তথা 'সম্পূর্ণ নিষ্পাপ' মানুষে পরিনত হয়ে যায়। ফেরেশতারা তখন দেখেন যে, দুনিয়ায় মাটির উপর চলাফেরা করছেন এই এক নিষ্পাপ বান্দা; যার কোন গুনাহ অবশিষ্ট নেই। মুমিন বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন ফেরেশতারা তার প্রতিটি সেকেন্ডকে 'নেক আমলের ভিন্ন ভিন্ন খাত ও হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা' হিসাবে লিখতে থাকেন। তার কষ্ট ভোগের প্রতিটি অবস্থার সাথে নির্ধারিত সেই 'মাত্রা' হিসাব করে করে নেক আমল লিখে থাকেন। যেমন রোগ-যাতনায় রোগীর ভেতর থেকে যেই উঁহ উঁহ শব্দ বেরুচ্ছে তাতে প্রতি বারের জন্য 'সুবহানাল্লাহ' পড়ার কবূল সওয়াব, ব্যাথার কারণে যখন চীতকার দিয়ে উঠে তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার কবূল সওয়াব, কষ্ট করে শ্বাস নেয় প্রতি শ্বাসের জন্য 'সাদাকা'র কবূল সওয়াব, বিছানায় শুইয়ে থাকা 'মুসল্লায় বসে তাহাজ্জুদ' আদায়ে মশগূল থাকার কবূল সওয়াব, কষ্ট করে কাত চিত হওয়া ধর্মযুদ্ধে দুশমনের মোকাবেলায় 'ঘুরে ঘুরে তলোয়ার চালানো'র কবূল সওয়াব লেখা হতে থাকে। এ জন্য হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, তোমরা যখন কোন রোগী দেখতে যাবে তখন তার কাছে নিজেদের জন্য দুআ চাইবে। কারণ সবরের সিফতওয়ালা রোগী 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' হিসাবে গন্য হয়। রোগী সেই হালতে যার জন্য যেই দুআ করেন আল্লাহ পাকের কাছে তার জন্য সেই দুআ সেভাবেই কবুল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ।

০৫. অসুস্থতা না থাকলে সুস্থতার গুরুত্ব বুঝে আসতো না। অভাব না থাকলে সম্পদের গুরুত্ব বুঝে আসতো না। বিপদাপদ না থাকলে সুখশান্তির কদর বুঝে আসতো না। এ জন্য মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে মানুষের মধ্যে সুস্থতার পাশাপাশি অসুস্থতাও দান করেছেন। রূহ জগতে 'মজলিসে আলাসতু' এর জন্য হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন সকল মানুষকে বের করে আনা হল তখন সেখানে নানা রকমের রোগী ও অসুস্থরাও হাজির ছিল। হযরত আদম আ. বললেন, আয় আল্লাহ! এরা এমন অস্বাভাবিক কেন? আল্লাহ বললেন, সামগ্রীকভাবে লোকেরা যেন আমার নিয়ামতের কদর অনুধাবন করতে পারে সে জন্য আমি তোমার সন্তানদের কারো কারো সাথে অসুস্থতা, অভাব ও বিপদাপদকে যুক্ত করে রেখে দিয়েছি।

০৬. রোগব্যাধির সময়ে প্রধান করনীয় হল= সবরের সাথে থাকা, অস্থির হয়ে না যাওয়া, দুআ কালাম পড়তে থাকা, মহান আল্লাহর দয়া ও মহিমার দিকে নিজকে রুজু বানিয়ে রাখা। তখন মাথায় রাখতে হবে যে, এক. দুনিয়া হল দারুল আসবাব। এখানে কাজকর্ম প্রধানত কোন উসীলার মাধ্যমে ঘটে; চিকিৎসা পথ্য ঔষধ ডাক্তার হাসপাতাল ইত্যাদি হল একান্তই উসীলা মাত্র। উসীলার উপরে অন্য কিছু জ্ঞান করা যাবে না। আর আখিরাত হল দারুল আকওয়ান। দুনিয়ায় স্রেফ মনের ইচ্ছায় কাজ হয় না, আসবাবের প্রয়োজন হয়। আসবাবকে আল্লাহ পাক উসীলা হিসাবে কাজে লাগান। পক্ষান্তরে আখিরাতে কোন কাজের জন্য আসবাবের দরকার নেই। সেখানে জান্নাতী বান্দার মন যখন যা চাইবে আল্লাহ পাক অবিলম্বে তাই ঘটিয়ে দিবেন। দুই. উসীলা মানে আল্লাহ পাকের অনুমোদিত কোন 'মাধ্যম'। উসীলা নিজ থেকে কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না। উসীলা যা করে সবই আসল মালিকের হুকুম পারমিশন বা অর্ডারের উপর সম্পাদন করে থাকে। সেই আসল মালিক ও হুকুমদাতা হলেন মহান আল্লাহ। কাজেই তাঁকে রাজি খুশি রাখাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কারনেওয়ালা যাত একমাত্র আল্লাহ। মুমিন বান্দার সকল ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর থাকে। তবে তিনি আসবাব গ্রহনের আদেশ করেছেন বিধায় তাঁর আদেশ মান্য করার প্রয়োজনে মুমিন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। তিন. আল্লাহ পাকের উপর কারো জবরদস্তি চলে না। তিনি বেনিয়াজ। তিনি যা ফয়সালা করবেন তাই হবে; অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব তাঁর উপর নেই। তবে তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। তিনি মুনসিফ ও ন্যায় পরায়ণ। তিনি মুহসিন ও দয়াবান। মানুষের কাউকে রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্থ করলে সেটা হল তাঁর ইনসাফ; আবার সুস্থ ও নিরাপদ রাখলে কিংবা শেফা দান করলে সেটা হল তাঁর ইহসান।

০৭. কখনো রোগশোক কিংবা বিপদাপদের মুখোমুখি হয়ে গেলে কিংবা নিজ পরিমণ্ডলে এরূপ কোন আশংকা দেখা দিলে আমরা নারী পুরুষ মুরীদ মুতাআল্লেকীন যারা আমাদের এই খানকার সাথে জড়িত আছি তাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ= তখন 'আয়াতে শেফা' ও 'আয়াতে মুনজিয়াত' এর আমল বাড়িয়ে দিবেন। আয়াতগুলি দিনে অন্তত দুই টাইম পড়বেন। সহীহ শুদ্ধভাবে পড়বেন। পাক পবিত্র হালতে পড়বেন। সঙ্গে বাংলা অর্থ দেওয়া আছে -অর্থ খেয়াল করে পড়বেন। নিজকে আল্লাহর সমীপে মুহতাজ বানিয়ে মনোযোগী ও মোরাকাবার হালতে পড়তে চেষ্টা করবেন। এটা আমাদের বুযর্গানে দীনের খুব পরীক্ষিত আমল। পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াতের বরকতে আল্লাহ পাক আপনার উপর দ্রুত খাস রহমত নাযিল করবেন এবং আপনাকে সহজেই উদ্ধারের পথ তৈয়ার করে দিবেন। কাজেই নিজেরা আমল করবেন। পরিবার ও বন্ধুমহলের সকলকে আমল করার জন্য উৎসাহিত করবেন। আয় আল্লাহ! তওফীক দান ফরমাও। আমীন।

রোগমুক্তির জন্য ‘আয়াতে শেফা’ পড়ুনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা ফাতিহা পড়ার দ্বারা শুরু করুন।

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে নিজ প্রতিপালক আল্লাহকে ডাকো; তিনি সীমালঙ্গনকারীদের পছন্দ করেন না। আর দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর তাতে তোমরা বিপর্যয় ঘটাবে না। (মনের ভিতর) আশা ও ভয় ধারনপূর্বক তাঁকে ডাকতে থাকো। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেকবান্দাদের খুব কাছাকাছি আছে। (আরাফ, ৫৫-৫৬)

يأَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ ও শেফা; যা তোমাদের ভিতরে অবস্থিত জিনিসের জন্য আরোগ্য দান করে। যা হল রহমত ও হেদায়েত। (ইউনুস, ৫৭)

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِين

আল্লাহ মুমিন বান্দাদের মনকে প্রশান্ত করে দেন। (তাওবা, ১৪)

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاء لِلنّاسِ إِنّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

মহান আল্লাহর হুকুমে এটির (মৌমাছি) পেট থেকে বের হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যেখানে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (নাহাল, ৬৯)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আর আমি অবতীর্ণ করি (এই পবিত্র) কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। (বনী ইসরাঈল, ৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

বল, এটি মুমিনদের জন্য হল হিদায়েত ও শিফা। (হামীম সাজদা, ৪৪)

ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ () وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ () وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ () وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ () وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ

তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে আহার দেন ও আমাকে পানীয় দেন। আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনর্জীবিত করবেন। আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার গুনাহ মাফ করে দিবেন। (শুআরা, ৭৮-৮২)

সবশেষে একবার সূরা ফালাক, সূরা নাছ ও দুরুদ শরীফ পড়ে মন উজাড় করে দুআ করুন।

قلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ اللَّه الصّمَدُ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شَرّ مَا خَلَقَ
وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ مَلِكِ
النّاسِ إِلَهِ النّاسِ مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ الّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النّاسِ مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ

বিপদাপদ ও বালা-মসীবত থেকে মুক্তির জন্য 'আয়াতে মুনজিয়াত' পড়ুনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

আমি ভরসা করলাম আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন প্রাণী নেই যে সে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। (হুদ, ৫৬)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

বলো, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার বাইরে আমাদের কিছুই ঘটবে না। তিনি আমাদের মাওলা (পরম হিতাকাঙ্খী) আর মুমিনরা একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা করে চলে। (তাওবা, ৫১)

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن
يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

আল্লাহ তোমাকে কোন দুঃখকষ্টের মুখোমুখি করলে তিনি ব্যতীত তা মোচন করার আর কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর সেই অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাদের যাকে ইচ্ছা মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। -(ইউনুস, ১০৭)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

যমিনের উপর বিচরণকারী সকল জীবজন্তুকে আল্লাহই রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি সেই রিযিক স্থায়ী ও অস্থায়ী রূপে কোথায় কিভাবে রেখেছেন সে সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই রক্ষিত আছে। (হুদ, ৬)

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

কত জীবজন্তু এমন আছে যারা নিজেদের রিযিক নিজেদের কাছে মওজুদ রাখে না। (রাখতে পারেও না) তবে আল্লাহই ওদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (আনকাবূত, ৬০)

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ দানের ফয়সালা করলে কেউ নেই তা নিবারনকারী, আবার তিনি কোন কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ নেই তা উম্মুক্তকারী। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (ফাতির, ২)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো –আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে – আল্লাহ (সৃষ্টি করেছেন। বলো, তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছো কি –আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট চাইলে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডেকে থাকো (দেবদেবী তথা সকল গায়রুল্লাহ) ওরা কি (আমার থেকে) সেই অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম হবে? অথবা তিনি আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ ও দয়া করতে চাইলে তারা কি তাঁর সেই অনুগ্রহ রোধ করার ক্ষমতা রাখে? বলো, আমার জন্য (আমার) আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারী মুমিনরা আল্লাহরই উপর ভরসা করে চলে। (যুমার, ৩৮)

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا

তুমি ভরসা করে চল আল্লাহর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ‘ছুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (ইত্যাদি) পড়ো। তিনি নিজ বান্দার গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (ফুরকান, ৫৮)

وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

আমি আমার সকল ব্যাপার মহান আল্লাহর উপর অর্পণ করে দিলাম। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (মুমিন, ৪৪) আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। (আলে ইমরান, ১৭৩) আল্লাহ কত উত্তম অভিভাবক, আল্লাহ কত উত্তম সাহায্যকারী। (আনফাল, ৪০)

সবশেষে দুরুদ শরীফ পড়ে মন উজাড় করে দুআ করুন।

আমি অধম গুনাহগারের জন্য সকলের কাছে দুআ চাই। যেন মওতের সময় আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে মাগফিরাত নসীব ফরমান, সেই দুআ করবেন। আমীন ছুম্মা আমীন।

বিনীত
অধম ড. মুশতাক আহমদ
খতীব ও শায়খুল হাদীস
রেলস্টেশন মসজিদ ও মাদ্রাসা
তেজগাঁও, ঢাকা
তারিখ ০১/০৯/২০২২